BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AMBIA KIRAM (A) part4

٢١٠٧. مَنَاقِبُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٨٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا ، وَقَالَ اسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ ، وَاُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ

৩৪৮৮ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল ভাষী ছিলেন না; তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, সালিম মাওলা আবূ হুযায়ফা, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)।

٣٤٨٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَرَاَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ اَرْجُوْا اَنْ يَكُوْنَ اسْتَجَابَ ، قَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ : اَفَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ ، اَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ الَّذِىْ اُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، اَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ الَّذِىْ لاَيَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرَاَ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَاْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاهُ اِلٰى فِىَّ فَمَا زَالَ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُوْا يَرُدُّوْنَنِىْ ـ

banglainternet.com

৩৪৮৯ মূসা (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গেলাম, মস্‌জিদে দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্, আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। তখন আমি একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আবূ দারদা (রা)। তিনি যখন আমার নিকটে আসলেন, তখন আমি বললাম, আশা করি আমার দু'আ কবুল হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন স্থানের বাসিন্দা ? আমি বললাম, আমার ঠিকানা কুফায়। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ-এর জুতা, বালিস ও অজুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)) কি বিদ্যমান নেই ? তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি কি নেই, যাকে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে ? (অর্থাৎ আম্মার (রা))। তোমাদের মাঝে কি গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি (হুযায়ফা (রা)) নেই, যিনি ব্যতীত এসব গোপন রহস্য অন্য কেউ জানে না। (আমি বললাম, আছেন) তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) وَاللَّيْلِ কিভাবে পড়েন? আমি পড়লাম, وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى এভাবে পড়েন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক বার বার বলে আমাকে এ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর উপক্রম করেছে।

٣٤٩٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَاَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدْىِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى نَاْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ : مَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ -

৩৪৯০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যআছে, আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। হুযায়ফা (রা) বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানি না।

٣٤٩١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَدِمْتُ اَنَا

banglainternet.com

وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَانُرٰى اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِ اُمِّهٖ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ..... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমন করি এবং বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ -এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে অহরহ নবী করীম ﷺ -এর ঘরে যাতায়াত করতে দেখতাম।

٢١٠٨. ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মু'আবিয়া (রা)-এর আলোচনা

٣٤٩٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهٗ مَوْلٰى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهٗ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

৩৪৯২ হাসান ইব্‌ন বিশ্‌র (র) ..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া (রা) ইশার সালাতের পর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর নিকট ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তাঁকে কিছু বলোনা, কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

٣٤٩٣ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهٗ مَا اَوْتَرَ اِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهٗ فَقِيْهٌ -

৩৪৯৩ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র). ..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে এ বিষয় আলাপ করবেন কি ? যেহেতু তিনি বিতর সালাত এক রাকাআত মিলিয়ে আদায় করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি (তাঁর দৃষ্টিতে) ঠিকই করেছেন, কেননা তিনি নিজেই একজন ফকীহ্।

banglainternet.com

٣٤٩٤ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ –

৩৪৯৪ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র) ..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় কর, আমরা (দীর্ঘদিন) নবী ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি বরং তিনি এ দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাআত (নফল)।

٢١٠٩. مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী

٣٤٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّى فَمَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدْ اَغْضَبَنِىْ –

৩৪৯৫ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফাতিমা আমার (দেহের) অংশ। যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করল।

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّتِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَاَلْتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَقَالَتْ سَارَّلِى النَّبِىُّ ﷺ

banglainternet.com

فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجْعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنِّىْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৪৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে নবী করীম ﷺ ওফাত লাভ করেন সে সময়ে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং তার সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে দিলেন। এরপর আবার কাছে ডেকে এনে তার সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে অবহিত করলেন যে তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন। এতে আমি কেঁদে ছিলাম। তারপর আবার আমাকে চুপে চুপে জানালেন যে আমি তাঁর পরিবার পরিজনের প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর সাথে মিলিত হব। এতে আমি হেসে ছিলাম।

٢١١٠. فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

২১১০. পরিচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর ফযীলত

٣٤٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَاعَائِشُ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَالاَ اَرٰى تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

৩৪৯৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, "ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি যা দেখতে পান (জিবরাঈলকে) আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন।

٣٤٩٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ح حَدَّثَنَا عَمْرٌو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ

banglainternet.com

اِلاَّ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩৪৯৮ আদম ও আমর (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাতা) ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (র) ব্যতিত অন্য কেউ তাদের মত কামিল হননি। আর আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদ (গোশ্ত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ) এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩৪৯৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

٣٥٠٠ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلٰى فَرَطِ صِدْقٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৫০০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) যখন (মৃত্যু) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) এসে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি সত্য পূর্বগামী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর নিকট যাচ্ছেন।

٣٥٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اِلَى الْكُوْفَةِ

banglainternet.com

لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ : اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوْهُ اَوْ اِيَّاهَا –

৩৫০১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আম্মার ও হাসান (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। আম্মার (রা) তাঁর ভাষণে একদিন বললেন, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত সহধর্মিণী। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি আলী (রা)-এর আনুগত্য করবে না, আয়েশা (রা)-এর আনুগত্য করবে।

٣٥٠٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَهَلَكَتْ ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ ، قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً –

৩৫০২ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একটি হার চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে হারটি হারিয়ে যায়। এর অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলে তাঁরা পানির অভাবে অযূ ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। তাঁরা নবী ﷺ -এর কাছে এসে এই বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, (হে আয়েশা) আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা এর সমাধান করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

banglainternet.com

٣٥٠٣ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِىْ مَرْضِهٖ جَعَلَ يَدُوْرُ فِىْ نِسَائِهٖ

وَيَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ سَكَنَ -

৩৫০৩ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন (পূর্বরীতি অনুযায়ী) সহধর্মিণীগণের ঘরে ঘরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থানের আগ্রহে এ কথাটি বলতেন, "আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঘরে অবস্থানের নির্ধারিত দিনই নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন।

٣٥٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَاهِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْنَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ وَاللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَاِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُهُ عَائِشَةَ فَمُرِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ اَنْ يَهْدُوا اِلَيْهِ حَيْثُمَا كَانَ اَوْ حَيْثُمَا دَارَ ، قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ فَلَمَّا عَادَ اِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ ، فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَانَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَاَنَا فِيْ لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا -

৩৫০৪ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদীয়া প্রদানের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন তালাশ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমার সতীনগণ উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট সমবেত হয়ে বললেন, হে উম্মে সালামা। আল্লাহ্র কসম, লোকজন তাদের হাদীয়াসমূহ প্রেরণের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থানের দিন তালাশ করেন। আয়েশা (রা)-এর ন্যায় আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদীয়া পাঠিয়ে দেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথা শুনে মুখ

banglainternet.com

ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় আসলে আমি ঐ কথা তাঁকে বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারেও আমি ঐ কথা তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিবে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কারো শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।

٢١١١. بَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ ، وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا

২১১১. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারগণের মর্যাদা। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) ঃ আর যারা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্ব হতেই এ নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে এবং মুহাজিরগণকে ভালবাসে আর মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। (৫৯ ঃ ৯)

٣٥٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَأَيْتَ اسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِهٖ اَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ ؟ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ ، كُنَّا نَدْخُلُ عَلٰى اَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْاَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَيَّ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ ، فَيَقُوْلُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا –

৩৫০৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... গায়লান ইব্‌ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের আনসার নামকরণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? এ নাম কি আপনারা করেছেন না আল্লাহ্ আপনাদের এ নামকরণ করেছেন ? আনাস (রা) বললেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। (গায়লান (র) বলেন) আমরা (বসরায়) যখন আনাস (রা)-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনসারদের গুণাবলী ও কীর্তিসমূহ বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি আমাকে অথবা আয্‌দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার গোত্র অমুক দিন অমুক (কৃতিত্বপূর্ণ) কাজ করেছেন, অমুক দিন অমুক (সাহসীকতা পূর্ণ) কাজ করেছেন।

banglainternet.com

٣٥٠٦ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدِمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَأُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৫০৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ (যা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে দীর্ঘ একশ বিশ বছর স্থায়ী ছিল) এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা (মদীনার পরিবেশকে) তাঁর (রাসূলের অনুকূল করার জন্য) মদীনা আগমনের পূর্বেই ঘটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন।

٣٥٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَعْطٰى قُرَيْشًا وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ ، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لَا يَكْذِبُوْنَ ، فَقَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ قَالَ اَوَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ ، لَوْسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ -

banglainternet.com

৩৫০৭ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবূ তাইয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে মালে গনীমত দিলে কতিপয় আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের আমাদের গনীমতের মাল

দিলেন অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ কথা পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কি ছিল ? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌছেছে তা সত্যই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব।

٢١١٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنصَارِ، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১১২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ যদি হিজরত না হত তবে আমি একজন আনসার-ই হতাম। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে একথা বর্ণনা করেছেন

٣٥٠٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوْا وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ فِيْ وَادِيْ الْاَنْصَارِ ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اَمْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ آوَوْهُ وَنَصَرُوْهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرٰى -

৩৫০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ অথবা তিনি বলেছেন আবুল কাসিম বলেন, আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরত (এর বিধান) না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ এ কথায় কোন অত্যুক্তি করেন নাই। আমার মাতা-পিতা তাঁর উপর কুরবান হউক তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

banglainternet.com

٢١١٣. بَابُ اِخَاءُ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

২১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

٣٥٠٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ مَالِىْ نِصْفَيْنِ وَلِىْ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِىْ اُطَلِّقْهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اَيْنَ سُوْقُكُمْ ؟ فَدَلُّوْهُ عَلٰى سُوْقِ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ اِلاَّ وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهٖ اَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ ، قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ شَكَّ اِبْرَاهِيْمُ –

৩৫০৯ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও সা'দ ইব্ন রাবী (রা) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি (সা'দ (রা)) আবদুর রাহমান (রা) কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে,আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দতান্তে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। (আমাকে দেখিয়ে দিন) আপনাদের (স্থানীয়) বাজার কোথায় ? তারা তাঁকে বনূ কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। (কয়েক দিন পর) যখন ঘরে ফিরলেন তখন (ব্যবসায় মুনাফা হিসেবে) কিছু পনীর ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রত্যহ সকাল বেলা বাজার যেতে লাগলেন। একদিন নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমতাবস্থায় আসলেন যে, তাঁর শরীর ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, ব্যাপার কি। তিনি (আবদুর রাহমান) (রা) বললেন, আমি (একজন আনসারী মহিলাকে) বিয়ে করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির পরিমাণ অথবা খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

banglainternet.com

٣٥١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ ، فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمَتِ الْاَنْصَارُ اَنِّيْ مِنْ اَكْثَرِهَا مَالاً سَاَقْسِمُ مَالِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِيْ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَاُطَلِّقُهَا حَتّٰى اِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى اَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَاَقِطٍ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيْهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ –

৩৫১০ কুতায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিলেন। তিনি (সাদ (রা) ছিলেন অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। সা'দ (রা) বললেন, সকল আনসারগণ জানেন যে আমি তাঁদের মধ্যে অধিক বিত্তবান ব্যক্তি। আমি অচিরেই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিব দুই ভাগে। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে; তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পালন শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন) বাজার থেকে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনীর সাথে নিয়ে ফিরলেন। অল্প কয়েকদিন পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা (বলেছেন) একটি আটি পরিমান স্বর্ণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

banglainternet.com

٣٥١١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ تَكْفُوْنَ الْمَؤُنَةَ وَتُشْرِكُوْنَّا فِى اَمْرٍ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

৩৫১১ সালত ইব্ন মুহাম্মদ আবূ হাম্মাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল) আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি (নবী করীম ﷺ) বললেন, না, (ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।) তখন আনসারগণ (মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সহায়ক হউন এবং উৎপাদিত ফসলের অংশীদার হয়ে যান। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা ইহা (সর্বান্তকরণে) মেনে নিলাম।

٢١١٤. بَابُ حُبِّ الْاَنْصَارِ

২১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা

٣٥١٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْاَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ -

৩৫১২ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারগণকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন।

٣٥١٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ -

banglainternet.com

৩৫১৩ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারদের প্রতি মুহব্বত ঈমানেরই নিদর্শন এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক।

٢١١٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ اَنْتُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ

২১১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের লক্ষ্য করে নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়

٣٥١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاٰى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلاً فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ ، قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ –

৩৫১৪ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আনসারের) কতিপয় বালক-বালিকা ও মহিলাকে রাবী বলেন, আমার মনে হয়– তিনি বলেছিলেন, কোন শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে নবী করীম ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

٣٥١٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ مَرَّتَيْنِ –

৩৫১৫ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন কাসীর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। একথাটি তিনি দু'বার বললেন।

banglainternet.com

٢١١٦. بَابُ اَتْبَاعُ الْاَنْصَارِ

২১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের অনুসারিগণ

٣٥١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ اَتْبَاعُ وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَابِهِ فَنَمَيْتُ ذٰلِكَ اِلَى ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذٰلِكَ زَيْدٌ –

৩৫১৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (রা) ..... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন কতিপয়) আনসার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক নবীরই অনুসারী ছিলেন। আমরাও আপনার অনুসারী। আপনি আমাদের উত্তরসুরিদের জন্য দু'আ করুন যেন তারা (সর্বতোভাবে) আপনার অনুসারী হয়। তিনি (আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী) দু'আ করলেন। (আমর একজন রাবী বলেন) আমি এই হাদীসটি (আবদুর রাহমান) ইব্ন আবূ লায়লার নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) এ ভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتْبَاعًا وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ –

৩৫১৭ আদম (র) ..... আবূ হামযা (রা) নামক একজন আনসারী থেকে বর্ণিত, কতিপয় আনসার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে (তাদের রাসূলের) অনুসরণকারী একটি দল থাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাও আপনার অনুসরণ করছি। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের পরবর্তীগণ (সর্বক্ষেত্রে) আমাদের (মত আপনার একনিষ্ঠ) অনুসারী হয়। নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্, তাঁদের পরবর্তীগণকে (সম্পূর্ণ) তাদের মত করে দাও। আমর (র) বলেন। আমি হাদীসটি আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, যায়েদও এইভাবে হাদীসটি বলেছেন। শুবা (র) বলেন, আমার ধারণা, ইনি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-ই হবেন।

banglainternet.com

٢١١٧. بَابُ فَضْلُ دُوَرِ الْأَنْصَارِ

২১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ আনসার গোত্রগুলোর মর্যাদা

٣٥١٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ ابْنُ خَزْرَجٍ ، ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ مَا اَرَى النَّبِيَّ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ؟ فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ –

৩৫১৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল তারপর বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ তারপর বানূ সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সা'দ (রা) বললেন, নবী করীম ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন ? তখন তাকে বলা হল; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আবদুস সামাদ (র) ..... আবূ উসাইদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বলেছেন।

٣٥١٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ اَوْ قَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ وَبَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوْ سَاعِدَةَ –

banglainternet.com

৩৫১৯ সাদ ইব্ন হাফস (র) ..... আবূ উসায়দ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারদের মধ্যে বা আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, বানূ আবদুল আশহাল, বানূ হারিস ও বানূ সায়িদা।

٣٥٢٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِى النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِىْ الْحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِىْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ الْاَنْصَارَ فَجَعَلَنَا اَخِيْرًا ، فَاَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ خُيِّرَ دُوْرُ الْاَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اُخِرًا ، فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ –

৩৫২০ খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ (র) ..... আবূ হুমায়দ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল, তারপর বানূ হারিস এরপর বানূ সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রে রয়েছে কল্যাণ। (আবূ হুমায়দ (র) বলেন,) আমরা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন আবূ উসায়দ (রা) বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নবী করীম ﷺ আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন ? তা শুনে সা'দ (রা) নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসার গোত্রগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ ?

٢١١٨. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِلْاَنْصَارِ اِصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সংগে হাওযে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

٣٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ

قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِىْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا ؟ قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ -

৩৫২১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না ? তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউযে কাউসার।

٣٥٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ اَلاَنْصَارَ اِلٰى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ تُقْطِعَ لاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اَمَّالاَ : فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ اُثْرَةٌ بَعْدِىْ -

৩৫২২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত তিনি যখন আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে ওয়ালীদ (ইব্ন আবদুল মালিক)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাসরা থেকে দামেস্ক সফর করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ বাহ্‌রাইনের জমি তাদের জন্য (জায়গীর হিসাবে) বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে আনসারদিগকে আহবান করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এরূপ জায়গীর বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব না। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যদি তা গ্রহণ করতে না চাও, তবে (কিয়ামতের ময়দানে) হাউযে কাউসারের নিকটে আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

٢١١٩. بَابُ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

২১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর দু'আ (হে আল্লাহ্!) আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন

banglainternet.com

٣٥٢٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِيَاسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ -

৩৫২৩ আদম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন। কাতাদা (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হে আল্লাহ! আনসারকে ক্ষমা করে দিন।

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ نِ الطَّوِيْلِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

فَاَجَابَهُمُ اللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ،فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ -

৩৫২৪ আদম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননকালে বলছিলেন, আমরা হলাম ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি যত দিন আমরা বেঁচে থাকব। এর উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। (হে আল্লাহ্) আনসারও মুহাজিরদের সম্মান বৃদ্ধি করে দিন।

٣٥٢٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلٰى اَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ -

৩৫২৫ মুহাম্মদ ইব্ন ওবায়দুল্লাহ (র) ..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্! প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবনই। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

banglainternet.com

٢١٢٠. بَابُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

২১২০. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আর তারা (আনসারগণ) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (৫৯ ঃ ৯)

٣٥٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ اِلٰى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَامَعَنَا اِلاَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ اَوْ يُضِيْفُ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى امْرَأَتِهٖ ، فَقَالَ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ، فَقَالَ هَيِّىْ طَعَامَكِ، وَاَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ ، اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَاَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ، ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَاَتْهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَاْكُلاَنِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ اَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –

৩৫২৬. মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এল। তিনি ﷺ খাদ্য দ্রব্য কিছু আছে কিনা তা জানার জন্য) তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছ যে এই (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার ? তখন জনৈক আনসারী সাহাবী (আবূ তালহা (রা) বললেন, আমি (পারব)। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে (বাড়িতে) গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের আহার্য ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) সে বাতি

banglainternet.com

জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। (তারপর মেহমান সহ তারা খেতে বসলেন) বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই (বাচ্চারাসহ) সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট গেলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। (আনসারদের অন্যতম গুণ হল এই)ঃ তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৫৯ঃ ৯)

٢١٢١. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ اقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ

২১২১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উক্তি ঃ তাদের (আনসারদের) নেক্কারদের পক্ষ হতে (উত্তম কার্য) কবূল কর, এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকারীদের ক্ষমা করে দাও

٣٥٢٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ اَخُوْ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكُمْ ؟ قَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَاْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

banglainternet.com

৩৫২৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ আলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন আবূ বকর ও আব্বাস (রা) আনসারদের

কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখতে পেলেন যে, তারা (সকলেই বসে বসে) কাঁদছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে আমাদের মজলিস স্মরণ করে কাঁদছি। তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন, রাবী বললেন, (তা শুনে) নবী করীম ﷺ চাদরের কিনারা দিয়ে মাথা বেঁধে (ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন নি। তরপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবে।

٣٥٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيْلِ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَتَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ اَمْرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫২৮ আহমদ ইব্ন ইয়াকুব (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অন্তিম পীড়ায় আক্রান্তকালে) একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু'কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি কাল রঙের পাগড়ী বেঁধে (ঘর থেকে) বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোক সকল, জনসংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাবে! এমনকি তারা খাদ্য-দ্রব্যে লবণের মত (সামান্য পরিমাণে) পরিণত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন নেক্‌কার আনসারদের নেক্ কার্যাবলী কবূল করে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়।

banglainternet.com

٣٥٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاَنْصَارُ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫২৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। তাই তাদের নেক্কারদের উত্তম কার্যাবলী কবূল কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।

٢١٢٢. بَابُ مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২২. পরিচ্ছেদ ঃ সাদ ইব্ন মু'আয (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٠ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا ، فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا اَوْ اَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِىُّ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৫৩০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হল। সাহাবা কেরাম (রা) তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ ? অথচ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর (জান্নাতে প্রদত্ত) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মুলায়েম। হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٣١ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ حُتَنُ اَبِىْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ

banglainternet.com

اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَعَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ فَاِنَّ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اهْتَزَّ السَّرِيْرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ –

৩৫৩১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠে ছিল। আমাশ (র) ..... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি জাবির (রা)-কে বলল, বারা ইব্ন আযিব (রা) তো বলেন, জানাযার খাট নড়েছিল। তদুত্তরে জাবির (রা) বললেন, সা'দ ও বারা (রা)-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল, (কিন্তু এটা ঠিক নয়) কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে عَرْشُ الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ আল্লাহ্র আরশ্ সা'দ ইব্ন মু'আযের (মৃত্যুতে) কেঁপে উঠল বলতে শুনেছি।

٣٥٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى خَيْرِكُمْ اَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَاسَعْدُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيْهُمْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ اَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ –

৩৫৩২ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, কতিপয় লোক (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) নেমে আসে (তিনি আহত ছিলেন) তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধায় সাওয়ার হয়ে আসলেন। যখন (যুদ্ধকালীন অস্থায়ী) মস্জিদের নিকটে আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠতম

banglainternet.com

ব্যক্তি অথবা (বললেন) তোমাদের সরদার আসছেন তাঁর দিকে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! তারা (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) তোমাকে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে এসেছে। সা'দ (রা) বললেন, আমি তাদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক। (তাঁর ফয়সালা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ অথবা (বলে ছিলেন) তুমি বাদশাহর (আল্লাহ্র) ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছ।

٢١٢٣. بَابُ مَنْقَبَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتّٰى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৫৩৩ আলী ইব্ন মুসলিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি অন্ধকার রাতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলেন। হঠাৎ তারা তাদের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। রাস্তায় তাঁরা যখন ভিন্ন হয়ে পড়লেন তখন আলোটিও তাঁদের উভয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মা'মার (র) সাবিত (র)র মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এদের একজন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) এবং অপরজন এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন এবং হাম্মাদ (র) সাবিত (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসায়দ (ইব্ন হুযায়র) ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলেন।

٢١٢٤. بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা

banglainternet.com

٣٥٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ شُعْبَةُ

عَنْ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ ، وَاُبَىٍّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ –

৩৫৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে ঃ ইব্ন মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই (ইব্ন কা'ব) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে।

٢١٢٥. مَنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا

২১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এর পূর্বে নেক লোক ছিলেন[১]

٣٥٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوَرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَاقَدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى نَاسٍ كَثِيْرٍ –

৩৫৩৫ ইসহাক (র) ..... আবূ উসাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র হল, বানু নাজ্জার, তারপর বানু আবদ-ই-আশহাল, তারপর বানু হারিস ইব্ন খাযরাজ তারপর বানু সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই খায়র ও কল্যাণ রয়েছে। তখন সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মুসলমান। আমার ধারণা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন (তদুত্তরে তাঁকে বলা হল, আপনাদেরকে বহু গোত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

banglainternet.com

১. অর্থাৎ আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা)-এর বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, তিনি ইফ্‌ক্-এর ঘটনার পর সৎলোক নন।

٢١٢٦. بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَاَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوْا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهٖ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -

৩৫৩৬ আবুল ওয়ালিদ (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বললেন ; তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য শুনার পর থেকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন)। সালিম আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইব্‌ন জাবাল ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)।

٣٥٣٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قَالَ غُنْدَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ ؟ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৩৫৩৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরা لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইব্‌ন কাব (রা) জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ আমার নাম উচ্চারণ করেছেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, হাঁ। তখন তিনি (আনন্দের আতিশয্যে) কাঁদলেন।

banglainternet.com

٢١٢٧. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ ؟ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ –

৩৫৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আবূ যায়েদ (রা) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ যায়েদ কে ? তিনি বললেন, উনি আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

٢١٢٨. بَابُ مَنَاقِبِ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ তালহা (রা)-এর মর্যাদা

٣٥٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهٖ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهٗ ، وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيْدَ الْقَدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهٗ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ اَنْشُرْهَا لِاَبِيْ طَلْحَةَ فَاَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ

banglainternet.com

الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ، تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأَنِهَا ثُمَّ تَجِيْآنِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ اَبِيْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلَاثًا –

৩৫৩৯ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ তালহা (রা) ঢাল হাতে নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা (রা) সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করীম ﷺ তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবূ তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম ﷺ মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন আমি আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা)-কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরিধেয় কাপড় এতটুকু পরিমাণ তুলে ফেলেছেন যে, তাঁদের পায়ের খাড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবূ তালহা (রা)-এর হাত থেকে (তন্দ্রাবেশে) তাঁর তরবারীখানা দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।

٢١٢٩. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর মর্যাদা

৩৫৪০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِاَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ

banglainternet.com

اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ الْاٰيَةَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ قَالَ مَالِكٌ الْاٰيَةَ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ –

৩৫৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথাটি বলতে শুনিনি যে, 'নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ (রা) বলেন, তাঁরই সম্পর্কে সূরা আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

٣٥٤١ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِىْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى وَجْهِهِ اَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ وَاللّٰهِ مَايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ مَالاَ يَعْلَمُ وَسَاُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَاَيْتُ رُؤْيَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنِّىْ فِىْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسْطَهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلَهُ فِى الْاَرْضِ وَاَعْلاَهُ فِى السَّمَاءِ فِىْ اَعْلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِىْ ارْقَهْ قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِىْ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِىْ مِنْ خَلْفِىْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلاَهَا ، فَاَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِىْ يَدِىْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ لِلْاِسْلاَمِ ، وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى ، فَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ

banglainternet.com

بْنُ سَلاَمٍ * وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَصِيْفٌ مَكَانَ مِنْصَفٌ –

৩৫৪১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... কায়েস ইব্ন উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় মস্‌জিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। (তাঁকে দেখে) লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতিগণের একজন। তিনি, সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসিগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানেনা। আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনাটি বলছি কেন ইহা বলা হয়। আমি নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থানরত; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর ও শোভাময়)। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উর্ধ্বভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উর্ধ্বে একটি শক্তকড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উর্ধ্বে আরোহণ কর। আমি বললাম, ইহাতো আমার সামর্থের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় সমেত চেপে ধরে আমাকে আরোহণে সাহায্য করলেন। আমি চড়তে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি আঁকড়ে ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মোঠায় ধারণ অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী করীম ﷺ -এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি স্বপ্নটির (তা'বীর হিসাবে) বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুঁটিসমূহ (করণীয় মৌলিক বিষয়াদি) কড়াটি হল (কুরআনে করীমে উল্লিখিত) "উরুয়াতুল উস্‌কা" (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর অটল থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)। খলীফা (র) مِنْصَفٌ -এর স্থলে وَصِيْفٌ বলেছেন।

٣٥٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلاَ تَجِىءُ فَاُطْعِمُكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِىْ بَيْتٍ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ اَلرِّبَا بِهَا فَاشٍ اِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَاْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ –

banglainternet.com

৩৫৪২ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র) ..... আবূ বুরদা (র) বলেন, আমি মদীনায় গেলাম; আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না ? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি (মর্যাদাপূর্ণ) ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় নগণ্যবস্তুও হাদীয়া পেশ করে তার তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। নযর (রা), আবূ দাউদ (র) ও ওয়াহাব (র) শু'বাহ্ (র) থেকে بَيْتُ শব্দটি বর্ণনা করেন নি।

٢١٣٠. بَابُ تَزْوِيْجُ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَفَضْلُهَا

২১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর সাথে খাদীজাহ (রা)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফযীলত

٣٥٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

৩৫৪৩ মুহাম্মদ ও সাদাকা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মারিয়াম (আ) ছিলেন (তৎকালীন) নারী সমাজের শ্রেষ্ঠতমা নারী। আর খাদীজা (রা) (এ উম্মতের) নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

٣٥٤٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ اِلَى هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَاَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَاَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ -

banglainternet.com

৩৫৪৪ সাঈদ ইব্‌ন উফাইর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান প্রদর্শন করিনি; যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করেন। কোন দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশ্‌ত নবী করীম ﷺ হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

٣٥٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِيْ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَاَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

৩৫৪৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা প্রকাশ করিনি, যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। যেহেতু নবী করীম ﷺ তাঁর আলোচনা অধিক করতেন। তিনি (আরো) বলেন, খাদীজা (রা)-এর (ইন্তিকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। আল্লাহ স্বয়ং অথবা জিব্‌রাঈল (আ) নবী করীম ﷺ -কে আদেশ করলেন যে, খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণিমুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দিন।

٣٥٤٦ حَدَّثَنِيْ عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَاغِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ.وَمَا رَاَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ اِلَّا خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ

banglainternet.com

৩৫৪৬ উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (র) ..... আয়েশাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁর কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশ্‌তের পরিমাণ বিবেচনায় হাঁড়-মাংসকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সূরে নবী করীম ﷺ -কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রা) ব্যতীত পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নাই। প্রতি উত্তরে তিনি ﷺ বলতেন, হাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন তাঁর গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল।

٣٥٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَشَّرَ النَّبِىُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ –

৩৫৪৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আউফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, যে প্রাসাদটি তৈরী করা হয়েছে এমন মুতী দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না হৈ হুল্লোড়, কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।

٣٥٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَاْذَنَتْ هَالَةُ خُوَيْلِدٍ اُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ ، فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ ، قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا –

banglainternet.com

৩৫৪৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ যে খাদীজা (রা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাবার দ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুতি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল; না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি। ইসমাঈল ইব্ন খলীল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার খাদীজার বোন হালা বিন্‌তে খুওয়ায়লিদ রাসূল ﷺ -এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূল ﷺ মনে করলেন খাদীজার অনুমতি প্রার্থনার কথা। এজন্য তিনি খুশী হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ, হালা (এর কি খবর)? আয়েশা (রা) বললেন এতে আমি অভিমান করে বললাম, আপনি কি কুরায়শ বংশের লাল গণ্ডধারী এক বৃদ্ধার স্মরণ করছেন, যে অনেক আগে মৃত্যু বরণ করেছে? আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম মহিলা দান করেছেন !

٢١٣١ . بَابُ ذِكْرُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর আলোচনা

٣٥٤٩ حَدَّثَنَا اسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ ، وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتَ مُرِيْحِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ ، قَالَ فَنَفَرْتُ اِلَيْهِ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَاَتَيْنَاهُ فَاَخْبَرْنَاهُ فَدَعَالَنَا وَلاَ حَمْسَ –

৩৫৪৯ ইসহাক আল ওয়াসিতী (র).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাঁধা প্রদান করেন নি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হাসি দিয়েছেন। জারীর (রা) আরো বলেন, জাহিলী যুগে (খাস'আম গোত্রের একটি প্রতীমা রক্ষিত মন্দির) যুল-খালাসা নামে একটি ঘর ছিল। যাকে কা'বায়ে ইয়ামানী ও

banglainternet.com

কা'বায়ে শামী বলা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পার ? জারীর (রা) বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করে ফেললাম। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ শুনালাম। তিনি (অত্যন্ত খুশী হয়ে) আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন।

٢١٣٢. بَابُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান 'আব্বাসী (রা) এর আলোচনা

٣٥٥٠ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ هَزِيْمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ عَلٰى اُخْرَاهُمْ ، فَاجْتَلَدَتْ اُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ فَنَادٰى اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِيْ اَبِيْ فَقَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ اَبِيْ فَوَاللّٰهِ مَازَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৫৫০ ইসমাঈল ইব্ন খালীল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে (প্রথম দিকে) মুশরিকগণ যখন চরমভাবে পরাজিত হয়ে পড়লো, তখন ইব্লীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রবর্তী দল পিছন দিকে ফিরে (শত্রুদল মনে করে) নিজদলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযায়ফা (রা) পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকর করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, এই যে আমার পিতা, এই যে আমার পিতা। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, কিন্তু তারা কেহই বিরত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাফ করে দিন। আমার পিতা উরওয়া (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, এ কথার কারণে হুযায়ফা (রা)-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মঙ্গলের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

banglainternet.com

٢١٣٣. بَابُ ذِكْرُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهٗ عِيَالَنَا ، قَالَ لَا اَرَاهُ اِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'উতবা ইব্ন রাবী'আর কন্যা হিন্দ-এর আলোচনা। 'আবদান (র).... আয়েশা (রা) বলেন, উতবার মেয়ে হিন্দ (রা) এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ এক সময় আমার মনের অবস্থা (এত খারাপ ছিল যে) পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান (রা) একজন কৃপণ ব্যক্তি। (অনুমতি ব্যতীত) যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু (গুনাহ) হবে ? তিনি বললেন, না, কিন্তু প্রয়োজন মত (যথাযথভাবে) ব্যয় করা হলে (আপত্তি নেই)

٢١٣٤. بَابُ حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)-এর ঘটনা

banglainternet.com

٣٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلَ بَلْدَحٍ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْوَحْىُ فَقُدِّمَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سُفْرَةً ، فَاَبَى اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّىْ لَسْتُ اَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ ، وَلَا اَكُلُ اِلَّا مَاذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيْبُ عَلٰى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُوْلُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللّٰهُ وَاَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ ، وَاَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْاَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُوْنَهَا عَلٰى غَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ اِنْكَارًا لِذٰلِكَ وَاِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُهُ اِلَّا يُحَدِّثُ بِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسْاَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتَبِّعُهُ ، فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُوْدِ فَسَاَلَهُ عَنْ دِيْنِهِمْ ، فَقَالَ اِنِّىْ لَعَلِّىْ اَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَاَخْبِرْنِىْ ، فَقَالَ لَاتَكُوْنُ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَاْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ ، قَالَ زَيْدٌ : مَااَفِرُّ اِلَّا مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ شَيْئًا اَبَدًا ، وَاَنَا اَسْتَطِيْعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهٖ ، قَالَ مَااَعْلَمُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حَنِيْفًا ، قَالَ زَيْدٌ : وَمَا الْحَنِيْفُ ؟ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَايَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ ، فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَاْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، قَالَ مَا اَفِرُّ اِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلَا اَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلَا مِنْ غَضَبِهٖ شَيْئًا اَبَدًا ، وَاَنَا اَسْتَطِيْعُ ، فَهَلْ اَنِىْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهٖ ، قَالَ مَااَعْلَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا ، قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ ؟ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا

banglainternet.com

وَلاَنَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ اِلاَّ اللّٰهَ فَلَمَّا رَءَاى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْهَدُ اَنِّى عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَىَّ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ : يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ ، وَاللّٰهِ مَامِنْكُمْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ غَيْرِىْ ، وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْؤُدَةَ ، يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ ، لاَ تَقْتُلْهَا اَنَا اَكْفِيْكَهَا مَؤُنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا تَرْعَرَعَتْ قَالَ لاَبِيْهَا اِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكَ وَاِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَتَهَا –

৩৫৫১ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একদা নবী করীম ﷺ মক্কার নিম্নাঞ্চলের বালদা নামক স্থানে যায়েদ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়েলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে আহার্য পূর্ণ একটি 'খানচা' পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর যায়েদ (রা) বললেন, আমিও ঐ সব জন্তুর গোশ্ত খাই না যা তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাই কর। আল্লাহ্র নামে যবাইকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা জন্তুর গোশ্ত আমি কিছুতেই খাইনা। যায়দ ইব্ন 'আমর কুরাইশের যবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর দোষারোপ করতেন এবং বলতেন; বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করলেন। ভূমি থেকে উৎপন্ন করলেন, তৃণ-লতা অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সমূহদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করছ। মূসা (সনদসহ) বলেন, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মূসা (র) বলেন, আমার জানা মতে তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইব্ন আমর সঠিক তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দীনের তালাশে সিরিয়ায় গমন করলেন। সে সময় একজন ইয়াহূদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তার নিকট তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তোমাদের দীনের অনুসারী হব, আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত কর। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেনা। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্র গযব তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহ্র গযব থেকে পালিয়ে আসছি। আমি যথাসাধ্য আল্লাহ্র সামান্যতম গযবকেও আমি বহন করব না। আর আমার কি ইহা বহনের শক্তি-সামর্থ্য আছে? তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দিতে পার? সে বলল, আমি তা জানি না, তবে তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ করে নাও।

banglainternet.com

যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন। (দীনে) হানীফ কি ? সে বলল, তাহল ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীন। তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না নাসারাও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতেন না। তখন যায়েদ বের হলেন এবং তাঁর সাথে একজন খৃষ্টান আলিমের সাক্ষাত হল। ইয়াহূদী 'আলীমের নিকট ইতিপূর্বে তিনি যা যা বলেছিলেন তার কাছেও তা বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেনা। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্‌র লা'নত তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র লা'নত থেকে পালিয়ে আসছি। আর আমি যথাসাধ্য সামান্যতম আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব ও বহন করব না। তিনি বললেন, আমাদের ধর্মের যে পরিমাণ তুমি গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহ্‌র লা'নত তোমার উপর পড়বে। যায়েদ (রা) বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র লা'নত থেকে পালিয়ে এসেছি,এবং আমি আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযবের সামান্যতম অংশ বহন করতে রাযী নই, এবং আমি কি তা বহনের শক্তি রাখি ? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দেবে সে বলল, আমি অন্য কিছু জানিনা। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, হানীফ কী ? উত্তরে তিনি বললেন, তাহল ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীন, তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না। যায়েদ যখন ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি বেরিয়ে পড়ে দু'হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দীনে ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর আছি। লায়স (র) বলেন হিশাম তাঁর পিতাসূত্রে তিনি আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কাছে লিখছেন যে, তিনি (আসমা) বলেন, আমি দেখলাম যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লকে কা'বা শরীফের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ গোত্র, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ব্যতীত তোমাদের কেউ-ই দীনে ইব্‌রাহীমের উপর নেই। আর তিনিত যেসব কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য নেওয়া হত তাদেরকে তিনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেন। যখন কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা করত, তখন তিনি এসে বলতেন, হত্যা করো না আমি তার জীবিকার ব্যবস্থার ব্যয়ভার গ্রহণ করবো। এ বলে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শিশুটি বড় হলে পর তার পিতাকে বলতেন, তুমি যদি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দেব। আর তুমি যদি নিতে ইচ্ছুক না হও, তবে আমিই-এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে থাকব।

٢١٣٥. بَابُ بُنْيَانُ الْكَعْبَةِ

২১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ

٣٥٥٢ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ

banglainternet.com

الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ يَقِيْكَ مِنَ الْحِجَارَةِ ، فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ : اِزَارِىْ اِزَارِىْ فَشَدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ -

৩৫৫২ মাহমূদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল। তখন নবী করীম ﷺ ও আব্বাস (রা) (অন্যদের সাথে) পাথর বয়ে আনছিলেন। আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গিটি খোলার সাথে সাথে) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। (কিছুক্ষণ পর) তাঁর চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও। আমার লুঙ্গি দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

٣٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالاَ لَمْ يَكُمْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتّٰى كَانَ عُمَرُ فَبَنٰى حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ جَدْرُهُ قَصِيْرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩৫৫৩ আবূ নু'মান (র) .....'আম্‌র ইব্ন দীনার ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রাচীর ছিল না। লোকজন কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সালাত আদায় করত। উমর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ প্রাচীর ছিল নীচু, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) (তাঁর যুগে দীর্ঘ ও উঁচু) প্রাচীর নির্মাণ করেন।

٢١٣٦. بَابُ اَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়্যাতের (ইসলাম পূর্ব) যুগ

banglainternet.com

٣٥٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمٌ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِىْ

الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُوْمُهُ

৩৫৫৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী করীম ﷺ সাওম পালন করতেন। যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনে আদেশ দিতেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল, (তখন 'আশুরার সাওম ঐচ্ছিক করে দেয়া হল)। তখন যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন আর যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন না।

٣٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ : اِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ ، وَعَفَا الْاَثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ ، قَالَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ -

৩৫৫৫ মুসলিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা পালন করাকে কুরাইশগণ পাপ কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের নামকে পরিবর্তন করে সফর মাস নামে আখ্যায়িত করত এবং বলত, (উটের) যখম যখন শুকিয়ে যাবে এবং পদচিহ্ন মুছে যাবে তখন উমরা পালন করা হালাল হবে যারা তা পালন করতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখে হজ্জের তালবিয়া (লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা) পড়তে পড়তে মক্কায় হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরা (তোমাদের তালবীয়াকে উমরায় পরিণত করে নেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ , আমাদের জন্য কোন কোন বিষয় হালাল হবে ? তিনি বললেন, যাবতীয় বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

٣٥٥٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرٌو يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَامَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَهُ شَأْنٌ -

banglainternet.com

৩৫৫৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি মহা প্লাবন হয়েছিল। যদ্বারা মক্কায় দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছিল। সুফিয়ান (রা) বলেন, 'আমর ইব্ন দীনার বলতেন, এ হাদীসটির একটি দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে।

٣٥٥٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى امْرَاَةٍ مِنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَاَهَا لاَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَتَكَلَّمُ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَاِنَّ هٰذَا لاَيَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اِمْرَؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اَىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ اَىِّ قُرَيْشٍ اَنْتَ ؟ قَالَ اِنَّكَ لَسَؤُلٌ ، اَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ، قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هٰذَا الْاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِىْ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ اَئِمَّتُكُمْ ، قَالَتْ وَمَا الْاَئِمَّةُ ؟ قَالَ اَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُسٌ وَاَشْرَافٌ يَاْمُرُوْنَهُمْ فَيُطِيْعُوْنَهُمْ قَالَتْ بَلٰى ، قَالَ فَهُمْ اُولٰئِكَ عَلَى النَّاسِ -

৩৫৫৭ আবূ নু'মান (র) ..... কাইস ইব্ন আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর (রা) আহমাস গোত্রের যায়নাব নাম্নী জনৈক মহিলার নিকট গমন করলেন। তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, মহিলাটি কথাবার্তা বলছেনা। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন ? তারা তাঁকে জানালেন, এ মহিলা নীরব থেকে থেকে হজ্জ পালন করে আসছেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন, কথা বল কেন না ইহা হালাল নয়। ইহা জাহেলিয়্যাত যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে ? আবূ বকর (রা) উত্তরে বললেন, আমি একজন মুহাজির ব্যক্তি। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির ? আবূ বকর (রা) বললেন, কুরাইশ গোত্রের। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কুরাইশের কোন শাখার আপনি ? আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি তো অত্যধিক উত্তম প্রশ্নকারিণী। আমি আবূ বকর। তখন মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, জাহেলিয়্যা যুগের পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারব ? আবূ বকর (রা) বললেন, যতদিন তোমাদের

banglainternet.com

ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইমামগণ কারা ? আবূ বকর (রা) বললেন, তোমাদের গোত্রে ও সমাজে এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি দেখনি। যারা আদেশ করলে সকলেই তা মেনে চলে। মহিলা উত্তর দিল, হাঁ। আবূ বকর (রা) বললেন, এরাই হলেন জনগণের ইমাম।

٣٥٥٨ حَدَّثَنِيْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِى الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَاِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْثِهَا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ

فَلَمَّا اَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ اَهْلِىْ وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِىَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَاَخَذَتْ فَاتَّهَمُوْنِىْ بِهٖ فَعَذَّبُوْنِىْ بِهٖ حَتّٰى بَلَغَ مِنْ اَمْرِىْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا فِىْ قُبُلِىْ فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِىْ وَاَنَا فِىْ كَرْبِىْ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتّٰى وَازَتْ بِرُؤُسِنَا ثُمَّ اَلْقَتْهُ فَاَخَذُوْهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هٰذَا الَّذِىْ اتَّهَمْتُمُوْنِىْ بِهٖ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ ـ

৩৫৫৮ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের কোন এক গোত্রের জনৈকা (মুক্তিপ্রাপ্ত) কৃষ্ণকায় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। (বসবাসের জন্য) মস্‌জিদের পাশে ছিল তার একটি ছোট ঘর। আয়েশা (রা) বলেন, সে আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের সাথে (নানা রকমের) কথাবার্তা বলত, যখন তার কথাবার্তা শেষ হত তখন প্রায়ই বলতো, ইয়াওমুল বিশাহ (মনিমুক্তা খচিত হারের দিন) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর একটি দিন জেনে রাখুন! আমার প্রতিপালক আমাকে কুফর এর দেশ থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে এ কথাটি প্রায়ই বলত। একদিন আয়েশা (রা) ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ামুল বিশাহ' কী ? তখন সে বলল, যে আমার মুনীবের পরিবারের জনৈকা শিশু কন্যা ঘর থেকে বের হল। তার গলায় চামড়ার (উপর মনিমুক্তা খচিত) একটি হার ছিল। হারটি (ছিড়ে) গলা থেকে পড়ে গেল। তখন একটি চিল একে গোশ্‌তের টুকরা মনে করে ছোঁ

banglainternet.com

মেরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে হার চুরির সন্দেহে শাস্তি ও নির্যাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার লজ্জাস্থানে তল্লাশী চালাল। যখন তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি চরম বিষাদে ছিলাম। এমন সময় একটি চিল কোথা হতে উড়ে আসল এবং আমাদের মাথার উপরে এসে হারটি ফেলে দিল। তারা হারটি তুলে নিল। তখন আমি বললাম, এটা সেই হার যে হার চুরির অপরাধে আমার উপর অপবাদ দিয়েছ, অথচ এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

٣٥٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ -

৩৫৫৯ কুতায়বা (র) ..... ইব্ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের শপথ করতে হয় তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য করো নামে শপথ করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٣٥٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّا الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِىْ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُوْمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْمُوْنَ لَهَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا رَاَوْهَا كُنْتِ فِىْ اَهْلِكِ مَا اَنْتِ مَرَّتَيْنِ -

৩৫৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... 'আমর (রা) হতে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ইব্ন কাসিম (রা) তার কাছে বলেছেন যে, কাসিম জানাযা বহনকালে আগে আগে চলতেন। জানাযা দেখলে তিনি দাঁড়াতেন না এবং তিনি বর্ণনা করছেন যে, আয়েশা (রা) বলতেন, জাহিলী যুগে মুশরিকগণ জানাযা দেখলে দাঁড়াত এবং মৃত ব্যক্তির রূহকে লক্ষ্য করে বলত, তুমি তোমার আপনজনদের সাথেই রয়েছ যেমন তোমার জীবদ্দশায় ছিলে। এ কথাটি তারা দু'বার বলত।

banglainternet.com

٣٥٦١ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلٰى ثَبِيْرَ فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

৩৫৬১ 'আমর ইব্‌ন 'আব্বাস (র) .... 'আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যকিরণ পতিত না হওয়া পর্যন্ত মুয্‌দালাফা থেকে রাওয়ানা হত না। নবী করীম ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে রাওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার বিরোধিতা করেন।

٣٥٦١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَحْيٰى بْنُ الْمُهَلَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَاْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلاٰى مُتَتَابِعَةٌ * قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِسْقِنَا كَاْسًا دِهَاقًا -

৩৫৬২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী : وَكَاْسًا دِهَاقًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, শরাব পরিপূর্ণ এবং একের পর এক পেয়ালা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার পিতা আব্বাস (রা)-কে ইসলাম পূর্ব যুগে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে পাত্রপূর্ণ শরাব একের পর এক পান করাও।

٣٥٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ * وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ -

৩৫৬৩ আবূ নু'য়াঈম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বাধিক সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন তা হল লাবীদ এর এ পংক্তিটি— সাবধান, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল জিনিসই বাতিল ও অসার। এবং কবি উমাইয়্যা ইব্‌ন আবূ সাল্‌ত (তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল।

٣٥٦٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

banglainternet.com

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لاَبِىْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : تَدْرِىْ مَاهٰذَا ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لاِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلاَّ اَنِّىْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ فَأَعْطَانِىْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِىْ اَكَلْتَ مِنْهُ ، فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِىْ بَطْنِهِ -

৩৫৬৪ ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রত্যহ তার উপর নির্ধারিত কর আদায় করত। আর আবূ বকর (রা) তার দেওয়া কর থেকে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা থেকে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ইহা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন ? তিনি বললেন, বলত ইহা কি ? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার উত্তমরূপে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণামূলকভাবে ইহা করেছিলাম। (কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হল।) আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদীয়া দিল যা থেকে আপনি আহার করলেন। আবূ বকর (রা) ইহা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সবই বের করে দিলেন।

٣٥٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ اِلٰى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِىْ بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِىْ نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ -

৩৫৬৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষ 'হাবালুল হাবালা' রূপে উটের গোশ্ত ক্রয়-বিক্রয় করত। রাবী বলেন, হাবালুল হাবালার অর্থ হল–তারা উট ক্রয়-বিক্রয় করত এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উটনী বাচ্চা প্রসব করলে পর ঐ প্রসবকৃত বাচ্চা যখন গর্ভবতী হবে তখন উটের মূল্য পরিশোধ করা হবে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দিলেন।

banglainternet.com

٣٥٦٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ كُنَّا نَأْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِيْ فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا –

৩৫৬৬ আবূ নু'মান (র) ..... গায়লান ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, আমরা আনাস ইব্ন মালিক(রা) এর কাছ থেকে তিনি আমাদের কাছে আনসারদের ঘটনা বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, তোমার স্বজাতি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

(اَلْقَسَامَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ)

জাহিলী যুগের কাসামা (হত্যাকারীর গোত্রের পঞ্চাশ জনের শপথ গ্রহণ)

٣٥٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ اَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ اَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِيْ هَاشِمٍ ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ اُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِيْ اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ، قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ ، فَقَالَ اَغِثْنِيْ بِعِقَالٍ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لاَ تَنْفِرُ الْاِبِلُ ، فَاَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جَوَالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتِ الْاِبِلُ اِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِيْ اِسْتَأْجَرَهُ مَاشَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْاِبِلِ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَاَيْنَ عِقَالُهُ ؟ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلُهُ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ اَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ؟ قَالَ مَااَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ

banglainternet.com

قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكُنْتَ اِذَا اَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ ، فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِ يَااٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ فَاِنْ اَجَابُوْكَ ، فَسْئَلْ عَنْ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِىْ فِى عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِىْ اِسْتَأْجَرَهُ اَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ ، فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ مَرِضَ ، فَاَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ ، قَالَ قَدْ كَانَ اَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ ، فَمَكُثَ حِيْنًا ، ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِىْ اَوْصٰى اِلَيْهِ اَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ ، قَالَ يَا اٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ ؟ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ ؟ قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ طَالِبٍ ، قَالَ اَمَرَنِىْ فُلَانٌ اَنْ اُبَلِّغَكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِىْ عِقَالٍ ، فَاَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اَخْتَرْ مِنَّا اِحْدٰى ثَلَاثٍ ، اِنْ شِئْتَ اَنْ تُؤَدِّىَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَاِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ ، فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهٖ ، فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ اَبْنِىْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ ، وَلَاتَصْبُرْ يَمِيْنَهُ حَيْثُ تُصْبِرُ الْاَيْمَانَ فَفَعَلَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَااَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ ، يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ ، هٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّىْ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنِىْ حَيْثُ تُصْبِرُ الْاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا ، وَجَاءَ ثَمَانِيَةً وَاَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَاحَالَ الْحَوْلُ ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ـ

banglainternet.com

৩৫৬৭ আবূ মা'মার (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কাসামা হত্যাকারী গোত্রের লোকের (শপথ গ্রহণ) জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। (এতদ্ সম্পর্কীয় ঘটনা হল এই) কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষ (উমর ইব্‌ন 'আলকামা) কে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যভর্তি বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন তা দিয়ে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ব্যতীত সকল উট বেঁধে রাখা হল। মজুর নিযুক্তকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞাসা করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাঁধা হল না কেন ? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায় ? রাবী বলেন, একথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন ? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনের যে কোন সময় পৌছে দিতে পারেন ? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে, বলল, হাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি (উটের মালিক) একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটি মৃত্যুবরণ করল। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি যখন মক্কায় ফিরে এল। তখন আবূ তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ভাইটি কোথায় ? তার কি হয়েছে ? এখনও ফিরছেনা কেন ? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেছি (কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেল)। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবূ তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়াত করেছিল, হজ্জব্রত পালনে মক্কায় উপস্থিত হল এবং (পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী) হে কুরাইশগণ বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হল, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হল; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞাসা করল, আবূ তালিব কোথায় ? লোকজন আবূ তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে অসিয়াত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাঁকে হত্যা করেছে। (সে ঘটনাটিও সবিস্তারে বর্ণনা করল) এ কথা শুনে আবূ তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময় স্বরূপ একশ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশ জন লোক

banglainternet.com

হলফ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এসব করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করলে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের জনৈক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশজন হলফকারী থেকে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেননা যে স্থানে হলফ নেয়া হয়। (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামীনী ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মধ্যবর্তী স্থান) আবূ তালিব তার আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের জনৈক পুরুষ আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং আমাকে যেখানে হলফ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাড় করানো থেকে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আট চল্লিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিলনা।

٣٥٦٨ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ بُعَاثٍ يَوْمٌ قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ * وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْىُ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً ، اِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَا نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ اِلَّا شَدًّا –

৩৫৬৮ 'উবায়দু ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের ﷺ অনুকূলে (হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। এযুদ্ধের কারণে তারা (মদীনাবাসীরা) বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই যুদ্ধে নিহিত ও আহত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ যুদ্ধ ঘটিয়ে ছিলেন এ কারণে যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। ইব্‌ন ওহাব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়ার

banglainternet.com

মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সাঈ (দৌড়ান) করা সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সাঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটি দ্রুত দৌড়িয়ে অতিক্রম করব।

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ اَبَا السَّفَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِّيْ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاسْمَعُوْنِيْ مَاتَقُوْلُوْنَ وَلاَ تَذْهَبُوْا فَتَقُوْلُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلاَ تَقُوْلُوا الْحَطِيْمُ فَاِنَّ الرَّجُلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِيْ سَوْطَهُ اَوْ نَعْلَهُ اَوْ قَوْسَهُ –

৩৫৬৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুফী (র) ..... আবুস্‌সাফর (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং তোমরা যা বলতে চাও তাও আমাকে শুনাও এবং এমন যেন না হয় যে তোমরা এখান থেকে চলে গিয়ে বলবে ইব্ন 'আব্বাস এরূপ বলেছেন। (অতঃপর ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন,) যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে ইচ্ছা করে সে যেন হিজর এর বাহির থেকে তাওয়াফ করে এবং এ স্থানকে হাতীম বলবেনা কারণ, জাহেলীয়াতের যুগে কোন ব্যক্তি ঐ জায়গাটিতে তার চাবুক, জুতা তীর ধনু ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হলফ করত।

٣٥٧٠ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قِرَدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ –

৩৫৭০ নুয়া'ঈম ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... আমর ইব্ন মাইমূন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে দেখেছি, একটি বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে অনেকগুলো বানর একত্রিত হয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করল। আমিও তাদের সাথে প্রস্তর নিক্ষেপ করলাম।

٣٥٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِيْ

banglainternet.com

الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهَا الْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ –

৩৫৭১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলঃ কারো বংশ-কুল নিয়ে খুঁটা দেওয়া (কারো মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে) বিলাপ করা। তৃতীয় কথাটি (রাবী উবায়দুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (র) বলেন, তৃতীয় কার্যটি হল, নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করা।

٢١٣٧. بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর নবুয়্যাত লাভ। মুহাম্মদ ﷺ ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাঈ ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ন নাযর ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযাইমা ইব্ন মুদরাকা ইব্ন ইলিয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নাযার ইব্ন মা'দ্দ ইব্ন আদনান

٣٥٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوُفِّيَ ﷺ –

৩৫৭২ আহমদ ইব্ন আবূ রাজা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর উপর যখন (ওহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এরপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং তথায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর ওফাত হয়।

banglainternet.com

٢١٣٨. بَابُ مَالَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ

২১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ মক্কাবাসী মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ

٣٥٧٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمٰعِيْلُ قَالاَ سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيْدِ ، مَادُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلٰى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ * زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ -

৩৫৭৩ আল-হুমায়দী (র) ..... খাব্বাব (রা) বলেন, আমি (একবার) নবী করীম ﷺ খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। (যেহেতু) আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার) জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন না ? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংস ও শিরা উপশিরাগুলি লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারত না। তাঁদের মধ্যে কারো মাথার মধ্যবর্তী স্থানে করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের দীন থেকে ফিরাতে পারত না। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন, ফলে একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ (শহর) থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী (র) আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন এবং তার মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণে সে ভয় করবে না।

banglainternet.com

٣٥٧٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِىَ اَحَدٌ اِلاَّ سَجَدَ اِلاَّ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هٰذَا يَكْفِيْنِىْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللّٰهِ –

৩৫৭৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) (ইব্ন মাসউদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। তখন এক ব্যক্তি ব্যতীত (উপস্থিত) সকলেই সিজ্‌দা করলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, সে এক মুষ্টি কংকর তুলে নিয়ে তার উপর সিজ্‌দা করল এবং সে বলল, আমার জন্য এরূপ সিজ্‌দা করাই যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ (রা) বলেন) পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফির অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হতে দেখেছি।

٣٥٧٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَاُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ ، اَوْ اُبَىٍّ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِى الْبِئْرِ –

৩৫৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সিজ্‌দা করলেন। তাঁর আশেপাশে কুরাইশের কয়েকজন লোক বসেছিল। এমন সময় উক্‌বা ইব্ন আবূ মুয়াইত (যবাইকৃত) উটের নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হল এবং নবী করীম ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। (সংবাদ পেয়ে) ফাতিমা (রা) এসে তাঁর

banglainternet.com

পিঠের উপর থেকে তা সরিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজেটি করেছে তার জন্য বদ দু'আ করেলেন। এরপর নবী করীম ﷺ (মাথা উঠিয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে— আবূ জেহেল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবিয়া, শায়বা ইব্ন রাবি'য়া, উমাইয়া ইব্ন খালফ অথবা উবাই ইব্ন খালাফ। উমাইয়া ইব্ন খালফ না উবাই ইব্ন খালফ এ বিষয়ে (শো'বা রাবী সন্দেহ করেন) (ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন) আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত এদের সবাইকে সে দিন একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে তাকে কূপে নিক্ষেপ করা যায় নি।

٣٥٧٦ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ بْنُ جُبَيْرٍ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ مَا اَمْرَهُمَا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا اُنْزِلَتِ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُوْ اَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، وَقَدْ اَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الْاٰيَةَ فَهٰذِهِ لِاُولٰئِكَ وَاَمَّا الَّتِيْ فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ اِذَا عَرَفَ الْاِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ اِلاَّ مَنْ نَدِمَ –

৩৫৭৬ 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আবযা (রা) একদিন আমাকে আদেশ করলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) কে এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, এর অর্থ কী ? আয়াতটি হল এই "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।" এবং "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে।" আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, যখন সূরা আল-ফুরকানের আয়াতটি নাযিল করা হল তখন মক্কার মুশরিকরা বলল, আমরা তো মানুষকে হত্যা করেছি যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বূদ হিসাবে শরীক করেছি। আরো নানা জাতীয় অশ্লীল কাজ কর্ম করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ....." সুতরাং এ আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর সূরা নিসার যে আয়াতটি রয়েছে তা। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানকে জেনে বুঝে কবূল করার পর কাউকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করেছে।

banglainternet.com

তখন তার শাস্তি, জাহান্নাম। তারপর মুজাহিদ (র) কে আমি এ বিষয় জানালাম। তিনি বললেন, তবে যদি কেউ অনুতপ্ত হয় .....।

٣٥٧٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِىْ بِاَشَدِّ شَىْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ حِجْرِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِىْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ اَلْاٰيَةَ * تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو * وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قِيْلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ –

৩৫৭৭ 'আইয়্যাশ ইবনুল ওয়ালিদ (র) .....'উরাওয়া ইব্ন যুবায়র (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এর নিকট বললাম, মক্কার মুশ্‌রিক কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নবী করীম ﷺ কা'বা শরীফের (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর নামক স্থানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন 'উকবা ইব্ন আবূ মু'য়াইত এল এবং তার চাদর দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠনালী পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবূ বকর (রা) এগিয়ে এসে 'উকবাকে কাঁধে ধরে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের প্রতিপালক।

٢١٣٩. بَابُ اِسْلاَمِ اَبِىْ بَكْرِ نِالصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

banglainternet.com

٣٥٧٨ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَمَّادِ نِ الْاٰمُلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ

مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ خَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ

৩৫৭৮ আবদুল্লাহ ইব্ন হাম্মাদ আমুলী (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এমন অবস্থায় (ইসলাম গ্রহণের জন্য) সাক্ষাত করলাম যে, তখন তাঁর সঙ্গে (ইসলাম গ্রহণে করেছেন) এমন পাঁচজন কৃতদাস, দু'জন মহিলা ও আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

٢١٤٠. بَابُ اِسْلاَمِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ (ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)—এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٧٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ ، وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيْ لَثُلُثُ الْاِسْلاَمِ –

৩৫৭৯ ইসহাক (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সেদিনের পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর আমি সাতদিন পর্যন্ত বয়স্কদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

٢١٤١. بَابٌ ذِكْرُ الْجِنِّ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ

২১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বিনদের আলোচনা এবং আল্লাহ্র বাণীঃ (হে রাসূল ﷺ) বলুন আমার নিকট ওহী এসেছে যে, একদল জ্বিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করছে .....

banglainternet.com

٣٥٨٠ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوْا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْكَ : يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ اَنَّهُ اٰذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ –

৩৫৮০ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) ..... আবদুর রাহমান (র) বলেন, আমি মাসরূক (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিল ঐ রাতে নবী করীম ﷺ-কে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল ? তিনি বললেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ (রা)) আমাকে বলেছেন যে, তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল।

٣٥٨١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَدِّىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِدَاوَةً لِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ اَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ اَبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلَا تَاْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَاَتَيْتُهُ بِاَحْجَارٍ اَحْمِلُهَا فِىْ طَرَفِ ثَوْبِىْ حَتّٰى وَضَعْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ ، فَقُلْتُ مَابَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ، قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ ، وَاِنَّهُ اَتَانِىْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَاَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ اَنْ لَايَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ اِلَّا وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا –

৩৫৮১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর অজু ও ইস্তিন্জার কাজে ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র বহন করে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে ? আমি বললাম, আমি আবূ হুরায়রা। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি উহা দ্বারা ইস্তিন্জা করব। তবে, হাঁড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর নিকটে রেখে দিলাম এবং আমি তথা হতে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তেন্জা থেকে অবসর হলেন, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড় ও গোবর এর বিষয় কি ? তিনি বললেন, এগুলো জ্বিনের খাদ্য। আমার নিকট নাসীবীন[১] নামক জায়গা

banglainternet.com

১. সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি নগরী।

থেকে জ্বিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা উত্তম জ্বিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনা জানাল। তখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলাম যে, যখন কোন হাড় বা গোবর (তাদের) হস্তগত হয় তখন যেন উহাতে অদের খাদ্যদ্রব্য পায়।

٢١٤٢. بَابُ اِسْلاَمُ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٩٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَخِيْهِ ارْكَبْ اِلٰى هٰذَا الْوَادِىْ، فَاعْلَمْ لِىْ عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ يَأْتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِىْ فَانْطَلَقَ الاَخُ حَتّٰى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الاَخْلاَقِ ، وَكَلاَمًا مَاهُوَ بِالشِّعْرِ ، فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِىْ مِمَّا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَيَعْرِفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ اِضْطَجَعَ فَرَاٰهُ عَلِىٌّ فَعَرَفَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ ، فَلَمَّا رَاٰهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ ، حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ ، وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَمْسٰى ، فَعَادَ اِلٰى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِىٌّ ، فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ ، فَاَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ ، فَعَادَ عَلٰى

banglainternet.com

مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تُحَدِّثُنِىْ مَاالَّذِىْ اَقْدَمَكَ ، قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِىْ عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرْشِدَنِىْ فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ ، وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِىْ فَاِنِّىْ اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْهِ قُمْتُ كَاَنِّى اُرِيْقُ الْمَاءَ فَاِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِىْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِىْ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَمْرِىْ ، قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ : اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى اَضْجَعُوْهُ وَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَاَنَّ طَرِيْقَ تُجَّارِكُمْ اِلَى الشَّامِ فَاَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوْهُ ثَارُوْا اِلَيْهِ فَاَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ -

৩৫৮২ 'আমর ইব্ন 'আব্বাস (র) ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবূ যার (রা) এর নিকট পৌছল, তখন তিনি তাঁর ভাই (উনাইস) কে বললেন, তুমি এই উপত্যকায় যেয়ে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে জেনে আস যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে শুনাও। তাঁর ভাই (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম স্বভাব অবলম্বন করার জন্য (লোকদেরকে) নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম (পড়তে শুনলাম) যে পদ্য নয়। এতে আবূ যার (রা) বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেনা। আবূ যার (রা) সফরের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবী করীম ﷺ-কে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে (নবী করীম ﷺ-কে) চিনতেন না। আবার

banglainternet.com

কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করলেন না। এমতাবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি (মসজিদে) শুয়ে পড়লেন। আলী (রা) তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিদেশী মুসাফির। যখন আবূ যার আলী (রা)-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবূ যার (রা) পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি (পূর্ব দিনের) শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন আলী (রা) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন কি মুসাফির ব্যক্তির গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভের সময় হয়নি ? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। (পথিমধ্যে) কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এমতাবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। আলী (রা) পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি আমাকে বলবেনা কি জিনিস এখানে আসতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ? আবূ যার (রা) বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পাকা পোক্ত অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী (রা) অঙ্গীকার করলেন এবং আবূ যার (রা) ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোন কিছু আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তায় পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবূ যার (রা) তাই করলেন আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর (আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি (নবী করীম ﷺ-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং ঐ স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবূ যার (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (ইহা শুনামাত্র মুশরিক) লোকজন (উত্তেজিত হয়ে) তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্বাস (রা) এসে তাঁকে আগলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রের ? আর তোমাদের ব্যবসায়ী দলগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। একথা বলে তিনি তাদের হাত থেকে আবূ যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন ভোরে তিনি অনুরূপ বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগল। আব্বাস (রা) এসে আজো তাঁকে রক্ষা করলেন।

banglainternet.com

٢١٤٣. بَابُ اِسْلاَمُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِىْ مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَاِنَّ عُمَرَ لَمُوْثِقِىْ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا اِرْفَضَّ لِلَّذِىْ صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ ـ

৩৫৮৩ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ..... কায়স (রা) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-কে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর হাতে আমাকে বন্দী অবস্থায় দেখেছি। তোমরা উসমান (রা) এর সাথে যে ব্যবহার করলে এ কারণে যদি ওহোদ পাহাড় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা হওয়া সঙ্গতই হবে।

٢١٤٤. بَابُ اِسْلاَمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٥٨٤ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ –

৩৫৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন ঐ দিন থেকে আমরা সর্বদা প্রভাব প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন রয়েছি।

٣٥٨٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِىْ جَدِّىْ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الدَّارِ خَائِفًا اِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ نِالسَّهْمِىُّ اَبُوْ

banglainternet.com

عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيْصٌ مَكْفُوْفٌ بِحَرِيْرٍ ، وَهُوَ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّهُمْ سَيَقْتُلُوْنِىْ اِنْ اَسْلَمْتُ ، قَالَ لاَسَبِيْلَ اِلَيْكَ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا اَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِىَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِىْ ، فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ ؟ فَقَالُوْا نُرِيْدُ هٰذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِىْ صَبَا قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ -

৩৫৮৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা 'উমর (রা) (ইসলাম গ্রহণের পর,) একদিন নিজ গৃহে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবূ 'আমর 'আস ইব্ন ওয়াইল সাহমী তাঁর কাছে আসলেন তার গায়ে ছিল ধারিদার চাদর ও রেশমী জরির জামা। তিনি বানু সাহম গোত্রের লোকছিলেন। জাহেলী যুগে তারা আমাদের হালীফ (বিপদ কালে সাহায্যের চুক্তি যাদের সাথে করা হয়) ছিল। 'আস 'উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার অবস্থা কেমন ? 'উমর (রা) উত্তর দিলেন। তোমার গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অচিরেই আমাকে হত্যা করবে। ইহা শুনে 'আস (রা) বললেন, তোমাকে কোন কিছু করার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের নেই। তার কথা শুনে 'উমর (রা) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি শঙ্কাহীন হলাম। 'আস বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখতে পেলেন, মক্কা ভূমি লোকে লোকারণ্য । তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তারা বলল, আমরা 'উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। 'আস বললেন,তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন কিছু করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এতে লোকজন ফিরে গেল।

٣٥٨٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِنَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوْا صَبَا عُمَرُ وَاَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِىْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْ دِيْبَاجٍ ، فَقَالَ فَصَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَاَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَاَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوْا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ -

banglainternet.com

৩৫৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, যখন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর গৃহের পাশে সমবেত হল এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ

করেছে। আমি তখন ছোট বালক। আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে বলল, তার গায়ে রেশমী জুববা ছিল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, (তাতে কার কি হল ?) তবে এ সমাবেশ কিসের আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ইব্ন উমর (রা) বলেন, তখন আমি দেখলাম, লোকজন চারিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? লোকেরা বলল, ইনি 'আস ইব্ন ওয়াইল।

٣٥٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَىْءٍ قَطُّ يَقُوْلُ اِنِّىْ لاَظُنُّهُ كَذَا اِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ اِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيْلٌ ، فَقَالَ لَقَدْ اَخْطَاَ ظَنِّى اَوْ اِنَّ هٰذَا عَلٰى دِيْنِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ ، عَلَىَّ الرَّجُلَ ، فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، قَالَ فَاِنِّىْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَخْبَرْتَنِىْ قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ فَمَا اَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا فِى السُّوْقِ اِذْ جَاءَتْنِىْ اَعْرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ ، فَقَالَتْ اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاِبلاَسَهَا وَيَاْسَهَا مِنْ بَعْدِ انْكَاسِهَا وَلُوْحُوْقَهَا بِالْقِلاَصِ وَاَحْلاَسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ عِنْدَ اٰلِهَتِهِمْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ ، لَمْ اَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ اَشَدَّ صَوْتًا مِّنْهُ يَقُوْلُ : يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى اَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هٰذَا ثُمَّ نَادٰى يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا اَنْ قِيْلَ هٰذَا نَبِىٌّ –

banglainternet.com

৩৫৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই উমর (রা) কে কোন ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার ধারণা হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার ধারণা মত ব্যাপরটি সংঘটিত হয়েছে। একবার উমর (রা) বসা ছিলেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। উমর (রা) তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, একজন মুসলিমের পক্ষ থেকে বলা হল যা আজকার মত আর কোন দিন দেখেনি। উমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে তোমার ব্যাপরটা খুলে বল। সে বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ গণনাকারী ছিলাম। উমর (রা) বললেন, জ্বিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা বলেছে, তন্মধ্যে কোন কথাটি তোমার নিকট সর্বাধিক বিস্ময়কর ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি মহিলা জ্বিন আমার নিকট আসল। আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জ্বিন জাতির অবস্থা দেখছনা, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশা ও বিমূঢ় হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের এবং চাদর জুব্বা পরিধানকারীদের (আরববাসী) অনুগত হয়ে পড়ছে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমন্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি একটি গরুর বাছুর নিয়ে হাযির হল এবং সেটা যবাই করে দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক কল্যাণময় ব্যাপার অচিরেই প্রকাশ লাভ করবে। তা হল– একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলবেন; لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (এ ঘোষণা শুনে উপস্থিত) লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন করল। আমি বললাম, এ ঘোষণার রহস্য উদঘাটন অবশ্যই করব। তারপর আবার ঘোষণা দেওয়া হল। হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক ও কল্যাণময় ব্যাপর অতি সত্বর প্রকাশ পাবে। তাহল একজন বাগ্মী ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে। তারপর আমি উঠে দাড়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, তিনিই নবী।

٣٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِلْقَوْمِ لَقَدْ رَأَتْنِىْ مُوْثِقِىْ عُمَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ اَنَا وَاُخْتُهُ وَمَا اَسْلَمَ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْقَضَّ –

৩৫৮৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... কাইস (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবন যায়েদ (রা)-কে তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন ফাতিমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেঁধে রেখেছেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

banglainternet.com

তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে অসদাচরণ করেছ তার কারণে যদি ওহোদ পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তবে তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

٢١٤٥. بَابُ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ

২১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া

٣٥٨٩ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا –

৩৫৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন হিসাবে কোনরূপ মুজিযা দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খন্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল।

٣٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْشَقَّ بِمَكَّةَ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ –

৩৫৯০ আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাদের একটি খন্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেল। আবূ যুহা মাসরূকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় মক্কা শরীফে।

banglainternet.com

٣٥٩١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْقَمَرَ اَنْشَقَّ عَلٰى زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৫৯১ উসমান ইব্ন সালিহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

٣٥٩٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ۔

৩৫৯২ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ -এর যুগে) চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল।

٢١٤٦. بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى وَاَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। যেখানে রয়েছে প্রচুর বৃক্ষ আর সে স্থানটি ছিল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী। তখন হিজরতকারিগণ মদীনায় হিজরত করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন তারাও মদীনায় ফিরে আসলেন। এ সম্পর্কে আবূ মূসা ও আসমা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ

banglainternet.com

بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِىْ اَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِىَ نَصِيْحَةٌ فَقَالَ اَيُّهَا الْمَرْءُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ، فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ اِلَى الْمِسْوَرِ وَاِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِى قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِىْ : فَقَالاَ قَدْ قَضَيْتَ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا اِذْ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ عُثْمَانَ ، فَقَالاَ لِىْ قَدِ ابْتَلاَكَ اللّٰهُ : فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِى ذَكَرْتَ اَنِفًا ؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللّٰهَ وَرَسُوْلِهِ ﷺ وَآمَنْتَ بِهِ وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِىْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِىْ يَاابْنَ اَخِىْ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ قَدْ خَلَصَ اِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِىْ سِتْرِهَا ، قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ،وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ وَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ

banglainternet.com

اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تُوُفّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ ، قَالَ بَلٰى ، قَالَ فَمَاهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَبْلُغُنِيْ عَنْكُمْ ، فَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ ، قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيْدَ اَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً وَاَمَرَ عَلِيًا اَنْ يَّجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ ، وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ لَهُمْ –

৩৫৯৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়রকে বলেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুস (রা) উভয়ই তাকে বলেন, (হে উবায়দুল্লাহ)! তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তার (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করছ না কেন ? জনগণ তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করছে। উবায়দুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) যখন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসছিলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললাম, আপনার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং তা আপনার মঙ্গলার্থেই। তিনি বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তখন ফিরে আসলাম এবং যখন সালাত সমাপ্ত করলাম, তখন মিসওয়ার ও ইব্ন আবদ ইয়াগুস (রা)-এর নিকট যেয়ে বললাম, এবং উসমান (রা) কে আমি যা বলেছি এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা উভয়কে শুনালাম। তারা বললেন, তোমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা তুমি আদায় করেছ। আমি তাদের নিকট বসাই আছি এ সময় উসমান (রা) এর পক্ষ থেকে একজন দূত আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য আসলেন। তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং উসমান (রা) এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি উপদেশ যা তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে চেয়েছিলে ? তখন আমি কালিমা শাহাদত পাঠ করে (তাঁকে উদ্দেশ্যে করে) বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, এবং প্রথম দু'হিজরতে (মদীনা ও হাবশা) আপনি অংশ গ্রহণ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জনসাধারণ ওয়ালিদ ইব্ন উকবার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা করছে, আপনার কর্তব্য তাঁর উপর বিধান দন্ড জারি করা। উসমান (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেয়েছ ? আমি বললাম, না, পাইনি। তবে তাঁর বিষয় আমার নিকট এমনভাবে নিরঙ্কুশ পৌঁছেছে যেমনভাবে কুমারী

banglainternet.com

মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌছে থাকে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, উসমান (রা) কালিমা শাহাদত পাঠ করলেন, এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। ইসলামের প্রথম যুগের দু'হিজরতে অংশ গ্রহণ করেছি যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করিনি। তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা) কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁরও নাফরমানী করিনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। অতঃপর উমর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁরও অবাধ্য হইনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। তিনিও ওফাত প্রাপ্ত হলেন। এবং তারপর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হল। আমার উপর তাদের বাধ্য থাকার যে রূপ হক ছিল তোমাদের উপর তাদের ন্যায় আমার প্রতি বাধ্য থাকার কি কোন হক নাই ? উবায়দুল্লাহ বললেন, হাঁ। অবশ্যই হক আছে । উসমান (রা) বললেন, তাহলে এসব কথাবার্তা কি, তোমাদের পক্ষ থেকে আমার নিকট আসছে ? আর ওয়ালীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে তুমি যা বললে, সে ব্যাপারে আমি অতিসত্বর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব ইন্শাল্লাহ। অতঃপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করার রায় প্রদান করলেন এবং ইহা কার্যকরী করার জন্য আলী (রা) কে আদেশ করলেন। তৎকালে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে আলী (রা) নিযুক্ত ছিলেন। ইউনুস এবং যুহরির ভাতিজা যুহরী সূত্রে যে বর্ণনা করেন তাতে রয়েছে; 'তোমাদের উপর আমার কি হক নেই যেমনটি হক ছিল তাদের জন্য।'

٣٥٩٤ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِيْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩৫৯৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) তাঁর সাথে আলোচনা করল যে তাঁরা হাবাশায় (ইথিওপিয়া) খৃস্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা রকমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁরা দু'জন এসব কথা নবী করীম ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, (এদের অভ্যাস ছিল যে) তাদের কোন নেক্কার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ (উপাসনালয়) নির্মাণ করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, এরাই কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্র নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

banglainternet.com

٣٥٩٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ السَّعِيْدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَاَنَاجُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِيْصَةً لَهَا اَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ الْاَعْلَامَ بِيَدِهٖ وَيَقُوْلُ : سَنَاهْ سَنَاهْ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَعْنِيْ حَسَنٌ حَسَنٌ –

৩৫৯৫ হুমাইদী (র) ..... উম্মে খালিদ (বিনত খালিদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন হাবশা থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি ছোট্ট বালিকা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে ডোরা কাটা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ডোরাগুলির উপর হাত বুলাতে লাগলেন, এবং বলতে ছিলেন সানাহ-সানাহ ঃ হুমায়দী (র) বলেন, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর।

٣٥٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَنْتَ ؟ قَالَ اَرُدُّ فِيْ نَفْسِى –

৩৫৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) সালাতে রত থাকা অবস্থায় নবী ﷺ-কে আমরা সালাম করতাম, তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর (হাবশা) কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন সালাতে রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা (সালাতের মধ্যে) আপনাকে সালাম করতাম এবং আপনিও সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ আপনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না ? তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্টতা থাকে। রাবী বলেন, আমি ইব্রাহীম নাখয়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, (সালাতের মধ্যে কেউ সালাম করলে) আপনি কি করেন ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই।

banglainternet.com

٣٥٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرُ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ –

৩৫৯৭ মুহাম্মদ ইব্নুল আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ এসে পৌঁছল। তখন আমরা ইয়ামানে অবস্থান করছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু (প্রতিকূল বাতাসের কারণে) আমাদের নৌকা (গন্তব্যস্থানের দিকে না পৌঁছে) হাবশায় নাজাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে জাফর ইব্ন আবূ তালিবের (রা) সাথে সাক্ষাৎ হল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করতে লাগলাম কিছুদিন পর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবং নবী করীম ﷺ যখন খায়বর বিজয় করলেন তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, হে নৌকারোহীগণ, তোমাদের জন্য দু'টি হিজরতের মর্যাদা রয়েছে।

٢١٤٧. بَابُ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ

২১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

٣٥٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ

৩৫৯৮ আবুর রাবী (র) ..... যাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর (আসহাম) মৃত্যু হল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আজ একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই আসহামার জন্য জানাযার সালাত আদায় কর।

banglainternet.com

٣٥٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ

حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيْ اَوِ الثَّالِثِ -

৩৫৯৯ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

٣٦٠٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ -

৩৬০০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আসহাম নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং চারবার তাক্‌বীর বলেন।

٣٦٠١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا۔

banglainternet.com

৩৬০১ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবদুর রহমান ও ইবনুল মুসাইয়ার (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে হাবশা (ইথিওপিয়া)-এর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

সংবাদ সেদিন শুনালেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের (দীনী) ভাই এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা কেরামকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং তিনি চারবার তাকবীরও উচ্চারণ করলেন।

٢١٤٨. بَابُ تَقَاسُمُ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ

٣٦٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

৩৬০২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়ন যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বনী কেনানায় অবতরণ করব 'ইনশা আল্লাহ্' যেখানে তারা (কুরাইশ) সকলে কুফর ও শির্‌ক এর উপর অটল থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

٢١٤٩. بَابُ قِصَّةِ اَبِيْ طَالِبٍ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ তালিবের ঘটনা

٣٦٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَلَوْلاَ اَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

banglainternet.com

৩৬০৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আপনার চাচা আবূ তালিবের কি উপকার করলেন অথচ তিনি (জীবিত থাকাবস্থায়) আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে হিফাযত করেছেন। (আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছে) তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।

٣٦٠٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَيْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ ، فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَاهُ حَتّٰى قَالَ اٰخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ، وَنَزَلَتْ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ –

৩৬০৪ মাহমূদ (র) ..... ইব্‌ন মুসাইয়্যাব তার পিতা মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবূ তালিবের মুমূর্ষু অবস্থা তখন নবী করীম ﷺ তার নিকট গেলেন। আবূ জেহেলও তার নিকট বসা ছিল। নবী করীম ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ কলেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে ? এরা দু'জন তার সাথে একথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবূ তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হলঃ আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয়– যখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী। (৯ তওবা ১১৩) আরো নাযিল হল ঃ আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করলেই সৎপথে আনতে পারবেন না। (২৮ কাসাস ৫৬)।

banglainternet.com

٣٦٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ –

৩৬০৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হল, তিনিই বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌছবে এবং এতে তার মগয বলকাবে।

٣٦٠٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بِهٰذَا وَقَالَ تَغْلِىْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهٖ –

৩৬০৬ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) ..... ইয়াযিদ (র)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো বলেছেন, এর তাপে মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত বলকাতে থাকবে।

٢١٥٠. بَابُ حَدِيْثِ الْاِسْرَاءِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

২১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ইসরার ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করায়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত

٣٦٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ وَجَلَّ اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ –

banglainternet.com

৩৬০৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়ের (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন (মিরাজের ব্যাপারে) কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বা শরীফের হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তাআলা তখন আমার সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন, যার ফলে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমূহ নিদর্শনগুলো তাদের কাছে বর্ণনা করছিলাম।

٢١٥١. بَابُ الْمِعْرَاجِ

২১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মি'রাজের ঘটনা

٣٦٠٨ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِيَ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِي الْحَطِيْمِ ، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا ، اِذْ اَتَانِيْ آتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلٰى هٰذِهِ ، فَقُلْتُ لِلْجَارُوْدِ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِيْ مَا يَعْنِيْ بِهٖ ؟ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مِنْ قَصِّهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِيْ ، ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِيْ ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ اُعِيْدَ ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ ، قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ ، فَقَالَ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ

banglainternet.com

الصَّلِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًابِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ ، قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَبِى اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوْسُفُ قَالَ هٰذَا يُوْسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ اِلٰى اِدْرِيْسَ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتٰى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ

banglainternet.com

هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا مُوْسٰى قَالَ هٰذَا مُوْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكٰى قِيْلَ لَهٗ مَايُبْكِيْكَ ؟ قَالَ اَبْكِيْ لِاَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهٖ اَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ اُمَّتِيْ، ثُمَّ صَعِدَبِيْ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ رُفِعْتُ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ، فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذِهٖ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى ، وَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ مَاهٰذَانِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ عَسَلٍ ، فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ ؟ قَالَ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ

banglainternet.com

الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْلَهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلٰوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ ؟ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَاتَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْلَهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ قَالَ سَاَلْتُ رَبِّى حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنِّىْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ -

৩৬০৮ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) ..... মালিক ইব্ন সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র নবী ﷺ -কে যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান থেকে সে স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদা বলেন, আনাস (রা) কখনো কাদ্দা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা (বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারূদ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন ? তিনি বললেন, হলকূমের নিম্নদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ থেকে নাভির নীচ পর্যন্ত। তারপর (নবী ﷺ বলেন) আগন্তুক আমার হৃদপিন্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিন্ডটি (যমযমের পানি দ্বারা) ধৌত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল ? জারূদ তাকে বলেন, হে আবূ হামযা, ইহাই কি বুরাক? আনাস (রা) বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে। আমাকে তার উপর সাওয়ার

banglainternet.com

করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আ) চললেন, প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল, ইনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি যখন পৌছলাম, তখন তথায় আদম (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলবেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল– তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর খুলে দেয়া হল। যখন তথায় পৌছলাম। তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। তিনি (জিবরাঈল) বলেন, এরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)। তাঁদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌছে জিবরাঈল বললেন, খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে ? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (আ)। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি তথায় পৌছে ইউসুফ (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ (আ) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব-যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছলেন। আর (ফিরিশ্তাকে) দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তখন খুলে দেওয়া হল। আমি ইদ্রীস (আ) এর কাছে পৌছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদ্রীস (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি (জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব যাত্রা করে পঞ্চম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌছে হারূন (আ) কে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হারূন (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে নিয়ে

banglainternet.com

যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। ফিরিশ্‌তা বললেন, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগন্তুক এসেছেন। তথায় পৌঁছে আমি মূসা (আ) কে পেলাম । জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি মূসা (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন। ? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার উম্মত আমার উম্মত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল এ কে ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌঁছে ইব্‌রাহীম (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। দেখতে পেলাম, উহার ফল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদরাতুল মুন্‌তাহা (জড় জগতের শেষ প্রান্ত)। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ নহরগুলি কী ? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হল জান্নাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হয়েছে ফিতরাত (দীন-ই-ইসলাম)। আপনি ও আপনার উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা (আ) এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহ্‌র কসম। আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার উপর থেকে দশ (ওয়াক্ত সালাত) হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ) এর নিকট ফিরে এলাম তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সালাত) কমিয়ে দিলেন। ফিরার পথে মূসা (আ) এর নিকট পৌঁছলে, তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত) হ্রাস্ করলেন। আমি মূসা (আ) নিকট ফিরে

banglainternet.com

এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রতিদিন দশ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ দেওয়া হয়। আমি (তা নিয়ে) ফিরে এলাম। মূসা (আ) ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসার (আ) নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ সালাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার রবের নিকট (অনেকবার) আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন (মূসা (আ) কে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লঘু করে দিলাম।

٣٦٠٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -

৩৬০৯ আল হুমাইদী (র) ..... ইব্ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী "আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য" এর তাফসীরে বলেন,এটি হল চোখের দেখা চাক্ষুস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে রাতে দেখানো হয়েছে। যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। ইব্ন 'আব্বাস (রা) আরো বলেন, কুরআন শরীফে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাক্কুম বৃক্ষ।

٢١٥٢. بَابُ وُفُوْدُ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ وَبَيْعَةُ الْعَقَبَةِ

২১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় (থাকাকালীন) নবী ﷺ -এর কাছে আনসারের প্রতিনিধি দল এবং আকাবার বায়'আত

banglainternet.com

٣٦١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِطُوْلِهٖ قَالَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا -

৩৬১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) যিনি কা'ব এর পথ প্রদর্শক ছিলেন যখন কা'ব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তাবূক যুদ্ধকালে নবী ﷺ থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইব্ন বুকায়র তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও বলেন যে, কা'ব (রা) বলেছেন, আমি 'আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা ইসলামের উপর অটল থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। সে রাত্রের পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যদিও বদর যুদ্ধ জনগণের মধ্যে 'আকাবার তুলনায় অধিক আলোচিত ছিল।

٣٦١١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرٌو يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ شَهِدَنِىْ خَالَاىَ الْعَقَبَةَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ -

৩৬১১ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকাবা রাতে আমার দু'জন মামা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্ন উয়ায়না বলেন, দু'জন মামার একজন হলেন বারা' ইব্ন মারূর (রা)।

٣٦١٢ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ اَنَا وَاَبِىْ وَخَالِىْ مِنْ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ -

banglainternet.com

৩৬১২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, জাবির (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ এবং আমার মামা 'আকাবায় (বায়'আতে) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম।

٣٦١٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَصْحَابِهٖ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَخْبَرَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ تَعَالَوْا بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ لَهٗ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، قَالَ فَبَايَعْتُهٗ عَلٰى ذٰلِكَ –

৩৬১৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ ইদরীস আইযুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) যিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন– তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এস তোমরা আমার কাছে একথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যাভিচার করবে না ; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহর পাকের নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এ সবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হয়, তবে এ শাস্তি তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যাক্তি এ সবের কোনটিতে লিপ্ত হল আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ওপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে মাফ করবেন। উবাদা (রা) বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নবী ﷺ হাতে বায়'আত করেছি।

banglainternet.com

٣٦١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَنَزْنِىَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ –

৩৬১৪ কুতায়বা (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঐ মনোনীত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম জান্নাত লাভের জন্য যদি আমরা এই কাজগুলো করি এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করব না, ব্যভিচারে লিপ্ত হব না, চুরি করব না। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে না হক হত্যা করব না, লুটতরাজ করব না এবং নাফরমানী করব না। আর যদি আমরা এর মধ্যে কোনটিতে লিপ্ত হই, তবে এর ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

٢١٥٣. بَابُ تَزْوِيْجُ النَّبِىِّ ﷺ عَائِشَةَ وَقُدُوْمُهُ الْمَدِيْنَةَ وَبِنَاؤُهُ بِهَا

২১৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা) এর সঙ্গে নবী ﷺ -এর বিবাহ, তাঁর মদীনা আগমন এবং আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন

٣٦١٥ حَدَّثَنِىْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَمَرِقَ شَعْرِىْ فَوَفٰى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّىْ لَفِىْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبُ لِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا مَا اَدْرِىْ

banglainternet.com

مَاتُرِيْدُ بِيْ فَأَخَذَتْ بِيَدِيْ حَتّٰى اَوْقَفَتْنِيْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّيْ لَاَنْهَجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِيْ ، ثُمَّ اَخَذَتْ شَيْئًا مِّنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهٖ وَجْهِيْ وَرَأْسِيْ ، ثُمَّ اَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي اِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمْنَتِيْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬১৫ ফারওয়া ইব্‌ন আবূ মাগরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনূ হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। (সুস্থ হওয়ার) পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কি ? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাড় করালেন। আর আমি হাঁফাচ্ছিলাম। অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্থির হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং এর দ্বারা আমার মুখমন্ডল ও মাথা মাসেহ্ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, (তোমার আগমন) কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যময় হউক। আমাকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিলেন, তখন ছিল পূর্বাহ্ন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন আমাকে সচকিত করে তুলল। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।

٣٦١٦ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِيْ سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِيَ اَنْتِ فَأَقُوْلُ اِنْ يَّكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ

banglainternet.com

৩৬১৬ মু'আল্লা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী বস্ত্রে বেষ্টিত এবং আমাকে বলছে ইনি

আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘুমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি (মনে মনে) বলছিলাম, যদি তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কার্যকরী করবেন।

٣٦١٧ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ –

৩৬১৭ উবায়েদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হিশাম এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর মদীনার দিকে বেরিয়ে আসার তিন বছর আগে খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। তারপর দু'বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করে তিনি আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। যখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা, তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদ্‌যাপন করেন।

٢١٥٤. بَابُ هِجْرَةُ النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَاَيْتُ فِىْ الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যদি হিজরতের ফযীলত না হত তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবূ মূসা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করছি এমনস্থানে যেখানে খেজুর বাগান রয়েছে। আমার ধারণা হল যে, তা হবে ইয়ামামা কিংবা হাজর। পরে প্রকাশ পেল যে, তা মদীনা-ইয়াস্‌রাব

banglainternet.com

٣٦١٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نُرِيْدُ

وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَّضٰى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهٗ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهٗ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدِبُهَا –

৩৬১৮ হুমায়দী (র) ..... আবূ ওয়াইল (রা) বলেন, আমরা পীড়িত খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম– আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সাওয়াব রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন প্রতিদানের কিছু না নিয়েই চলে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)। তিনি ওহোদের দিন শহীদ হন। তিনি একখানা চাদর রেখে যান। আমরা যখন (কাফন হিসাবে) এটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিতাম তখন তাঁর পা বেরিয়ে পড়ত, আর যখন আমরা পা ঢেকে দিতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের উপর কিছু ইয্‌খির (ঘাস) রেখে দিই। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন, যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে এবং তারা তা পেড়ে খাচ্ছেন।

٣٦١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ –

৩৬১৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। সুতরাং যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে তার। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য।

banglainternet.com

٣٦٢٠ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَمْرٍو نِ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ نِ الْمَكِّىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَحَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ نِ اللَّيْثِىِّ فَسَاَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهٗ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

৩৬২০ ইসহাক ইব্ন ইয়াযীদ দামেশ্‌কী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। আওযায়ী 'আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র লাইসী (রা)-এর সঙ্গে আয়েশা (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দীনের জন্য তার প্রতি ফিত্‌নার ভয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করতেন আর আজ আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদত যেখানে ইচ্ছা (নির্বিঘ্নে) করতে পারে। তবে জিহাদ ও নিয়্যাত (কল্যাণ ও ফযীলতের) রয়েছে।

٣٦٢١ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ سَعْدًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اُجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا رَسُوْلَكَ ﷺ وَاَخْرَجُوْهُ ، اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقَالَ اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا نَبِيَّكَ وَاَخْرَجُوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ -

banglainternet.com

৩৬২১ যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর) সাদ (রা) দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি ত জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে এ কাওমের বিরুদ্ধে, যারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে ও তাঁকে (মাতৃভূমি থেকে) বিতাড়িত করেছে জিহাদ করা এত প্রিয় যতটুকু অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। ইয়া আল্লাহ্ আমার ধারণা আপনি আমদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন। আবান ইব্ন ইয়াযীদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সে কাওম যারা তোমার নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে (স্বদেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, তারা কুরাইশ গোত্রই।

٣٦٢٢ حَدَّثَنِيْ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ -

৩৬২২ মাতার ইব্ন ফাযল (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুওয়াত দেওয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরতের নির্দেশ পান। এবং হিজরতের পর দশ বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦٢٣ حَدَّثَنِيْ مَطَرُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ابْنُ هَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَا بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثَ وَسِتِّيْنَ

৩৬২৩ মাতার ইব্ন ফাযাল (র) ..... ইব্ন 'আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি তিষষ্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ :

banglainternet.com

اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمُنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِىْ لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ اِلاَّ خُلَّةَ الْاِسْلاَمِ لاَيَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلاَّ خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ –

৩৬২৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটির ইখতিয়ার দিয়েছেন। তার একটি হল- দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ আর একটি হল আল্লাহ্‌র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ্ পার্থিব ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে ইখতিয়ার দিলেন আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। (প্রকৃতপক্ষ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবূ বকর (রা)ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার সাহচর্য ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর (রা)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকর (রা) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَا أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِيْ قَوْمِيْ ، فَأُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّيْ ، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَيُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدِمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَاَنَالَكَ جَارٌ ، اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِيْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَيُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمُعْدِمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَأْ مَاشَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَيَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّانَخْشٰى اَنْ يَّفْتِنَ نِسَاءَنَا ، وَأَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِيْ بَكْرٍ ، فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِيْ غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِاَبِيْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ

banglainternet.com

عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهٖ فَاَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ ، وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَّقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهٖ ، فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلَّا اَنْ يُّعْلِنَ بِذٰلِكَ ، فَسَلْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُّخْفِرَكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلَانَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيَّ ذِمَّتِيْ فَاِنِّيْ لَاُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّيْ اُخْفِرْتُ فِيْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّيْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنِّيْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُّؤْذَنَ لِيْ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَهَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِيْ اَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِ

banglainternet.com

اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاْتِيْنَا فِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدَاءٌ لَّهٗ اَبِىْ وَاُمِّىْ، وَاللّٰهِ مَاجَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلَّا اَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْذَنَ ، فَاُذِنَ لَهٗ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهٖ عَلٰى فَمِ الْجِرَابِ ، فَبِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ ، قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلِ ثَوْرٍ ، فَكَمَنَا فِيْهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ اَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهٖ اِلَّا وَعَاهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةً مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِىِ الثَّلَاثِ ، وَاسْتَاْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِىْ

banglainternet.com

الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ بْنِ عَدِىٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا ، وَالْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِىْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِىِّ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَاٰمَنَّاهُ فَدَفَعْنَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدْنَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ الدَّلِيْلُ فَاَخَذَ بِهِمْ عَلٰى طَرِيْقِ السَّوَاحِلِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِىُّ ، وَهُوَ ابْنُ اَخِىْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُوْلُ جَاءَنَا رَسُوْلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُوْنَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ اَوْ اَسَرَهُ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِىْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِىْ بَنِىْ مُدْلِجٍ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ ، فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ اِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ اٰنِفًا اَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ اُرَاهَا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِهِمْ وَلٰكِنَّكَ رَاَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا اِنْطَلَقُوْا بِاَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِى الْمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَاَمَرْتُ جَارِيَتِىْ اَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِىْ وَهِىَ مِنْ وَّرَاءِ اَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَّ وَاَخَذْتُ رُمْحِىْ فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْاَرْضَ ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ ، حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِىْ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِىْ حَتّٰى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِىْ فَرَسِىْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاَهْوَيْتُ يَدِىْ اِلٰى كِنَانَتِىْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْاَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا اَضُرُّهُمْ اَمْ لَا ، فَخَرَجَ الَّذِىْ

banglainternet.com

اَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ وَعَصَيْتُ الْاَزْلاَمَ تُقَرِّبُ حَتّٰى اِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِيْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً اِذَا لاَثَرِ يَدَيْهَا عُبَارٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْاَزْلاَمِ فَخَرَجَ الَّذِيْ اَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْاَمَانِ فَوَقَفُوْا فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ حَتّٰى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ اَنْ سَيَظْهَرُ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوْا فِيْكَ الدِّيَةَ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَخْبَارَ مَا يُرِيْدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَاَنِيْ وَلَمْ يَسْاَلاَنِيْ اِلاَّ اَنْ قَالَ اَخْفِ عَنَّا ، فَسَاَلْتُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابَ اَمْنٍ ، فَاَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِيْ رُقْعَةٍ مِنْ اَدَمٍ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِيْ رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا تِجَارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوْا يَغْدُوْنَ كُلَّ غَدَاةٍ اِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْتَظِرُوْنَهُ حَتّٰى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ ، فَانْقَلَبُوْا يَوْمًا بَعْدَ مَا اَطَالُوْا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا اَوَوْا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ اَوْفٰى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِهِمْ لِاَمْرٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُوْلُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُوْدِيُّ اَنْ قَالَ

banglainternet.com

بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِىْ تَنْتَظِرُوْنَ ، فَثَارَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتّٰى نَزَلَ بِهِمْ فِى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذٰلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعٍ الْاَوَّلِ فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامِتًا ، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْاَنْصَارِ ، مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحِيُّ اَبَا بَكْرٍ ، حَتّٰى اَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهٖ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَبِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَاَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى وَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهٗ فَسَارَ يَمْشِىْ مَعَهُ النَّاسُ حَتّٰى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِيْهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِىْ حَجْرِ اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَرَكَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهٗ مَسْجِدًا ، فَقَالَا بَلْ نَهَبُهٗ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِىْ بُنْيَانِهٖ وَيَقُوْلُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالَ خَيْبَرْ ، هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَهْ ، فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُسَمَّ لِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ

banglainternet.com

يَبْلُغْنَا فِى الْاَحَادِيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هٰذِهِ الْاَبْيَاتِ –

৩৬২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা পিতাকে কখনো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন পালন করতে দেখি নি এবং এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। যখন মুসলমানগণ (মুশ্‌রিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবূ বকর (রা) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌঁছলে ইব্ন দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূ বকর, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবূ বকর (রা) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্ন দাগিনা বলল, হে আবূ বকর (রা) আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হতে পারে না এবং বের করাও হতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ আপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবূ বকর (রা) ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ইব্ন দাগিনাও এল। ইব্ন দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবূ বকরের মত লোক দেশ থেকে বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর থাকার দরুন বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইব্ন দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল, এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে বলল, তুমি আবূ বকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। সালাত তথায়ই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিত্‌নায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। ইব্ন দাগিনা এসব কথা আবূ বকর (রা)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবূ বকর (রা) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। সালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কোরআন তিলওয়াত করতেন। এরপর আবূ বকরের মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি সালাত আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তার কাছে মুশরিক মহিলা ও যুবকগণ ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকর (রা)-এর একাজে বিস্মিত হত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে

banglainternet.com

ডেকে পাঠান। সে এল। তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবূ বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন কিন্তু সে শর্ত তিনি লংঘন করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে সালাত ও তিলওয়াত আরম্ভ করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করলে, তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অস্বীকার করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায় দায়িত্বকে প্রত্যার্পণ করতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি, আবার আবূ বকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারিনা। আয়েশা (রা) বলেন, ইব্ন দাগিনা এসে আবূ বকর (রা) -কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমার জিম্মাদারী আমাকে ফিরত দিবেন। আমি এ কথা আদৌ পছন্দ করিনা যে আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হউক। আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের উপই সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন। নবী ﷺ মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি প্রস্তরময় প্রান্তরে অবস্থিত। এরপর যারা হিজরত করতে চাইলেন, তাঁরা মদীনার দিকে হিজরত করলেন। আর যাঁরা হিজরত করে আবিশিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান থেকে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবূ বকর (রা)ও মদীনায় দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য লাভের জন্য নিজেকে হিজরত থেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত (ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা (ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকেন।

ইব্ন শিহাব উরওয়া (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবূ বকর (রা) এর ঘরে বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবূ বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবূ বকর (রা) তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। প্রবেশ করে নবী ﷺ আবূ বকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানেতো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফর সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ দু'টি উট থেকে আপনি যে কোন

banglainternet.com

find more @ next part, only on banglainternet.com